মতামতের জন্য: ictdivision2014@gmail.com

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬

বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, শিক্ষার মান উন্নত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার দেশের আইসিটি খাতে গবেষণা ও শিক্ষায় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে। একই সাথে সরকার আইসিটি খাতে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি স্বীকৃত। সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে দেশের পশ্চাৎপদ এলাকায় আইসিটি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, প্রশাসনসহ প্রায় সকল খাতের আইসিটি কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি খাতে একটি বিশেষ অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকা সমীচীন বলে সরকার মনে করে। আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন, শিক্ষার সর্বস্তরে কম্পিউটার সাক্ষরতা নিশ্চিত করা, যথোপযুক্ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা উৎসাহিত করা, মেধাসম্পদ সৃষ্টি করা এবং নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইসিটি আত্মীকরণ এর জন্য আইসিটি সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোকে আইসিটি বিভাগ অর্থায়ন করার গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করে। সে লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ হতে আইসিটি খাতে 'বিশেষ অনুদান' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান, উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান (সংশোধিত) এবং বিশেষ অনুদান প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৬" প্রণয়ন করা হলো।

১.০. এই নীতিমালা **"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬"** নামে অভিহিত হবে। এই নীতিমালার ০৩ (তিন) টি অংশ থাকবে। ১ম অংশ গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান বিষয়ক, ২য় অংশ উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান বিষয়ক এবং ৩য় অংশ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবায় অবদান রাখতে সক্ষম কার্যক্রম/প্রকল্পে ব্যক্তি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ অনুদান প্রদান বিষয়ক।

২.০. উদ্দেশ্যাবলী:

২.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি;

২.২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান;

২.৩. স্থানীয় ও লাগসই তথ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান;

২.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং জনসেবায় ব্যবহার ও প্রচার;

২.৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং

২.৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে প্রণোদনা প্রদান।

১ম অংশঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

৩.০ ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা:

৩.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে। ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপনা করবেন। প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনার মূল্যায়নের জন্য সরকার একটি মূল্যায়ন কমিটি (১২.০.

এর গ অংশে বর্ণিত) গঠন করবে। মূল্যায়ন কমিটির পরামর্শক্রমে সরকার ফেলোশিপ ও বৃত্তির নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাতিল করতে পারবে। তাছাড়া গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার, কর্মশালা, মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্ত করেছেন এইরূপ গবেষকগণ এবং গবেষণা করছেন এইরূপ গবেষকগণ অংশগ্রহণ করবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির (অনুচ্ছেদ ১২.০ এর ক ও খ অংশে বর্ণিত) মাধ্যমে গবেষক বাছাই করবে।

৩.২. বিদেশে ফেলোশিপ ও বৃত্তির সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ১০ (দশ) ভাগের বেশী হবে না। শর্ত থাকে যে, গবেষণার বিষয়বস্তু অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় হতে হবে এবং এই ফেলোশিপ ও বৃত্তি কেবলমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.৩ দেশের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফেলোশিপ ও বৃত্তির হার প্রতি অর্থবছরে যৌক্তিকভাবে পুনর্নির্ধারণ করা যাবে।

৩.৪. অগ্রাধিকার: ফেলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিএইচডি ক্যাটাগরির ফেলোদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৪.০. ফেলোশিপ ও বৃত্তির আওতায় গবেষণার বিষয়সমূহ:

৪.১. কম্পিউটার কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সফটওয়্যার বিজ্ঞান বা কৌশল, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেমস, ইনফরমেশন সিস্টেমস, প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ইনফরমেশন আসিউরেন্স, ইলেকট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ, ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি, ই-কমার্স, যোগাযোগ কৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ কৌশল, গ্রীন টেকনোলজি, ই-গভর্ন্যান্স, সাইবার নিরাপত্তা ও নলেজ ব্যবস্থাপনা, মাল্টিমিডিয়া, রোবটিক্স এন্ড আর্টিফিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ই-লার্নিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, নেনো-টেকনোলজি, ইন্টারনেট এবং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি।

৪.২. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবছর হালনাগাদ করা যাবে।

৪.৩. কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচনা করলে আইসিটি সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়াদি ফেলোশিপ ও বৃত্তির আওতায় আনতে পারবেন।

৫.০. মাস্টার্স ফেলোশীপ:

৫.১. মাসিক ভাতার হার: দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাস্টার্স এর শুধুমাত্র গবেষণাকালীন সময়ের জন্য মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে ফেলোশীপ ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। মাস্টার্স এর গবেষণার মেয়াদ সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার কর্তৃক প্রত্যয়ন হতে হবে।

৫.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাতার হার: বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অপ্রতুল বিবেচিত হয় সেই ক্ষেত্রে এওয়ার্ড কমিটির অনুমতি গ্রহণ করে আবেদনকারী বাকী অর্থ অন্য কোন উৎস হতে সংস্থান করতে পারবেন।

৫.৩. আনুষাঙ্গিক খরচ: মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে ফেলোগণকে **সর্বোচ্চ এককালীন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা** আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাবে।

৫.৪. মেয়াদ: দেশে মাস্টার্স ফেলোশিপ এর মেয়াদ হবে **সর্বোচ্চ ০১ বছর ০৬ মাস।**

৫.৫. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা:

(ক) অন্য কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ, অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়, সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.১ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শুধুমাত্র থিসিস (Thesis) গ্রুপে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি

ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ফেলোশিপ এর জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে-সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ -৪.০০ (স্কেল-৫.০০ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকতে হবে। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে ই-সেবা/ই-গভর্ন্যান্স/আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে বিবেচিত হয় তাহলে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইসিটি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এরূপ আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫.৬. ফেলোশিপ নবায়ন: সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাস্টার্স ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। মাস্টার্স পর্যায়ে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। তবে ফেলোশীপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ০১ বছর ০৬ মাস।

৬.০.এমফিল/সমমান ফেলোশিপ:

৬.১. মাসিক ভাতার হার: দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এমফিল/সমমান ফেলোশিপ হিসাবে মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

৬.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাতার হার: বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অপ্রতুল বিবেচিত হয় সেই ক্ষেত্রে এওয়ার্ড কমিটির অনুমতি গ্রহণ করে আবেদনকারী বাকী অর্থ অন্য কোন উৎস হতে সংস্থান করতে পারবেন।

৬.৩. আনুষাঙ্গিক খরচ: এমফিল/সমমান এর ক্ষেত্রে ফেলোগণকে সর্বোচ্চ এককালীন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাবে।

৬.৪. মেয়াদ: এমফিল/সমমান ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর হবে।

৬.৫. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা:

(ক) অন্য কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ, অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়, সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.১ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শুধুমাত্র থিসিস (Thesis) গ্রুপে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ফেলোশিপ এর জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে-সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ -৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকতে হবে। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে ই-সেবা/ই-গভর্ন্যান্স/আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে বিবেচিত হয় তাহলে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইসিটি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এরূপ আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৬.৬. ফেলোশিপ নবায়ন: সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এমফিল/সমমান ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। এমফিল/সমমান পর্যায়ে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। তবে ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ০২ বছর।

৬.৭. এমফিল Leading to পিএইচডি:

এমফিল/সমমান পর্যায়ে গবেষণার জন্য কোন ছাত্র/ছাত্রী পিএইচডি গবেষণার জন্য মনোনীত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিনি পিএইচডি গবেষণার জন্য নির্ধারিত হারে এবং সময়ের জন্য ফেলোশিপ প্রাপ্ত হবেন। এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন, মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ এবং এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

৭.০. ডক্টরাল ফেলোশিপ:

৭.১. মাসিক ভাতার হার: দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপের আওতায় বৃত্তির পরিমাণ হবে মাসিক ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা। তবে ফেলোশিপের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০৩ বছর।

৭.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাতার হার: বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অপ্রতুল বিবেচিত হয় সেই ক্ষেত্রে এওয়ার্ড কমিটির অনুমতি গ্রহণ করে আবেদনকারী বাকী অর্থ অন্য কোন উৎস হতে সংস্থান করতে পারবেন।

৭.৩. আনুষাঙ্গিক খরচ: পিএইচডির ক্ষেত্রে ফেলোগণকে সর্বোচ্চ এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাবে।

৭.৪. মেয়াদ: ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর হবে।

৭.৫. যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ: পিএইচডি গবেষণা ফলাফল যেহেতু আন্তর্জাতিক জার্নালে ও সেমিনারে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আছে, সেহেতু পিএইচডি ফেলোগণকে এক বা একাধিক সেমিনারে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।

৭.৬. বিদেশে আংশিক অধ্যয়ন: দেশে অধ্যয়নরত কোন পিএইচডি গবেষক যদি তার গবেষণার কোন অংশ তার সুপারভাইজারের সুপারিশক্রমে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করতে চান, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বছর সময়ের জন্য টিউশন ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স হিসাবে এওয়ার্ড কমিটি নির্ধারিত যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে।

৭.৭. আবেদনকারীর যোগ্যতা:

(ক) অন্য কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়/সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) পিএইচডি অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ফেলোশিপের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ- ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ -৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকতে হবে। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে ই-সেবা/ই-গভর্ন্যান্স/আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখবে বলে বিবেচিত হয় তাহলে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইসিটি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এরূপ আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৭.৮. নবায়ন: সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপ নবায়ন করা যাবে। পিএইচডি ১ম বছরের ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপের নবায়ন করা যাবে। পিএইচডি ২য় বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী/গবেষকদের ১ম দুই বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ফেলোশিপের নবায়ন করা যাবে।

৮.০. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ:

৮.১. দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোগণকে মাসিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

৮.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাতার হার: বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যাবে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অপ্রতুল বিবেচিত হয় সেই ক্ষেত্রে এওয়ার্ড কমিটির অনুমতি গ্রহণ করে আবেদনকারী বাকী অর্থ অন্য কোন উৎস হতে সংস্থান করতে পারবেন।

৮.৩. ফেলোশিপের মেয়াদ: পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ (ছয়) মাস হবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮.৪. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা:

(ক) অন্য কোন সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়/সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.১ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণারত থাকলে তিনি এই ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইসিটি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এরূপ আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.৫. ফেলোশিপ নবায়ন: পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

৯.০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহবান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:

৯.১. আবেদন আহবান: প্রতি অর্থবছরে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হোক বা না হোক আইসিটি বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী অনলাইনে আবেদন করা যাবে। প্রতি বছর ০২ মাস অন্তর বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটি পূর্ববর্তী ০২ মাসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ও প্রয়োজনে সরাসরি দাখিলকৃত আবেদনসমূহ হতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

৯.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে ও প্রয়োজনে সরাসরি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে।

১০. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে:

১০.১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও মার্কসীটের ছায়ালিপি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত)।

১০.২. বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ। বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফার লেটার প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির ফেলোশীপের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির রশিদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

১০.৩. "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

১০.৪. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল করতে হবে। অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর, নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে।

১০.৫. সরকারী/বেসরকারী সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হবে।

১০.৬. সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

১০.৭. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত আমন্ত্রণপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

১১. ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

১১.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এম,এস/এম,ফিল অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী গবেষকদের পরবর্তী বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী।

১১.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, (v) দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা।

১১.৩. পোষ্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণাকর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করতে হবে।

১২. ফেলো নির্বাচন ও ফেলোদের কাজের মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ:

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটিসমূহ থাকবে:

১২. ক) বাছাই কমিটি:

১।	অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- আহবায়ক
২।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	- সদস্য
৩-৫।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর পরিবর্তন সাপেক্ষে ইউজিসি অনুমোদিত বাংলাদেশের ০৩টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল/অনুচ্ছেদ ৪.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/বিভাগের ০৩ (তিন) জন মনোনীত অধ্যাপক [সদস্যদের মধ্যে ০১ (এক) জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে হবে]।	- সদস্য
৬।	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
৭।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প/জিআইইউ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
৮।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপ-সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
৯।	আইসিটি অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপ-সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১০-১১।	আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির ০২ (দুই) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
১২।	বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ	- সদস্য
১৩।	উপ-সচিব (ই-সার্ভিস ডেলিভারী), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই, বাজেট পরীক্ষাকরণ, তুলনামূলক বিবরণ, দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ, সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণ, প্রয়োজনে প্রজেক্ট পরিদর্শন/মূল্যায়ন পূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করবে। কমিটি বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের

জন্য পেশ করবে। বাছাই কমিটি প্রয়োজনবোধে বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করতে পারবে।

১২. খ) এওয়ার্ড কমিটি :

বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রণীত তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট এওয়ার্ড কমিটি থাকবেঃ

১।	সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- আহবায়ক
২।	যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
৩।	যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪।	অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

১। এই কমিটি বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হতে ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করলে এই কমিটি কোন প্রজেক্ট/থিসিস বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

২। এই কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোদের বিমান ভাড়া ও দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করবে।

৩। এই কমিটি আবেদনকারীর বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ অপ্রতুল বিবেচিত হলে প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে তাকে বা তাদেরকে অন্য কোন উৎস হতে আংশিক খরচ মিটানোর অনুমতি প্রদান করবে।

৪। ফেলোশিপ প্রদান এবং নবায়নের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১২. গ) মূল্যায়ন কমিটি:

১।	আইসিটি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক	- আহবায়ক
২।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন যুগ্ম-সচিব	- সদস্য
৩।	আইসিটি অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	- সদস্য
৪।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	- সদস্য
৫।	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
৬-৮।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে ইউজিসি অনুমোদিত বাংলাদেশের ০৩ (তিন) টি পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/ কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/ ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং/অনুচ্ছেদ ৪.১ এ বর্ণিত বিষয়ের/বিভাগের ০৩ (তিন) জন মনোনীত অধ্যাপক [সদস্যদের মধ্যে ০১ (এক) জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে হবে]।	- সদস্য
৯।	এটুআই প্রকল্পের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
১০।	আইসিটি ইন্ডাস্টির ০১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
১১।	উপ-সচিব (সংশ্লিষ্ট), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

মূল্যায়ন কমিটি ফেলোশিপ অথবা অনুদান প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করবে এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ অথবা অনুদান নবায়ন অথবা প্রয়োজনে বাতিলের জন্য এওয়ার্ড কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করতে পারবে।

১২. ঘ) আইসিটি বিভাগের আওতাধীন ইনোভেশন টীম থাকবে। উক্ত টীম অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (Project/Proposal) মনিটরিং, পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

১৩. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা:

১৩.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন এই বিভাগে দাখিল করতে হবে।

১৩.২. সমাপনী প্রতিবেদনঃ ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং উপস্থাপন করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন। সফট কপিসহ চুড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র এর কপি এই বিভাগে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ সরকারকে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১৩.৩ সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভাঃ ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে এই বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

১৪.০. ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি:

দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণ নির্বাচনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন। প্রতি অর্থবছরে ০২ (দুই) কিস্তিতে ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চেকের মাধ্যমে প্রদান করবে। বিদেশে অধ্যায়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণকে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসাবে কিস্তিতে বংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ফেলোর বিদেশস্থ ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হবে।

১৫. হাই-প্রোফাইল আইসিটি স্কলার ফেলোশিপ:

১৫.১. তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রতি বছর সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ও সর্বোচ্চ ইনোভেটিভ ক্ষমতা সম্পন্ন ০২ (দুই) জনকে (এক জন পুরুষ এবং এক জন মহিলা) সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছরের জন্য হাই-প্রোফাইল স্কলার ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

১৫.২. হাই-প্রোফাইল স্কলার ফেলোশিপের মেয়াদ ও পরিমাণঃ

সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদে প্রতি ফেলোকে মাসে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা হারে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। তবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ নির্বাচন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার প্রয়োজনে এই ফেলোশিপের মাসিক ভাতা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ টাকা) পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

১৫.৩. **হাই-প্রোফাইল স্কলার ফেলোশিপের যোগ্যতাঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন এর ফলাফল ঘোষণার ০১ (এক) বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এসএসসি, এইচএসসি পর্যায়ে সিজিপিএ ৫.০০ এবং গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে সিজিপিএ ন্যূনতম ৩.৭৫ হতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (অনুচ্ছেদ ৪.১ এ উল্লেখিত) গ্রাজুয়েশন শেষ হতে হবে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন না বা কোন ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না মর্মে ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণায়/চুক্তিপত্র থাকতে হবে। এছাড়াও ফেলোশিপ চলাকালীন সময়ে তিনি কোন চাকুরী বা অন্য কোন ফেলোশীপ গ্রহণ করবেন না মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে।

১৫.৪. হাই-প্রোফাইল স্কলার নির্বাচনঃ

নির্ধারিত দিনে আইসিটি বিষয়ে ০৪ ঘন্টা ব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ১০ (দশ) জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হবে। পরবর্তীতে তাদেরকে দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইসিটি সমস্যা/সম্ভাবনার উপর ইনোভেশন প্রস্তাব দিতে হবে। প্রার্থী পরবর্তী ০১ (এক) বছরে ইনোভেশন ক্ষেত্রে কি কি অর্জন করতে চান তার বিস্তারিত পরিকল্পনা দাখিল করবেন। প্রস্তাবের ধরণ লিখিত অথবা প্রেজেন্টেশন আকারে হবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ নির্বাচন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণ/নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

উভয় পরীক্ষায় সম্মিলিত ফলাফলে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারীকে এ ফেলোশিপের জন্য নির্বাচন করা হবে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিশেষজ্ঞ নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

১৫.৫ হাই-প্রোফাইল স্কলার ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তিঃ

নির্বাচিত ফেলোগণ ০১ (এক) বছর সময় আইসিটি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের অধীনে সার্বক্ষণিক গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজে নিয়োজিত থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের মাধ্যমে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক প্রত্যয়ন আইসিটি বিভাগে দাখিল সাপেক্ষে সরাসরি উক্ত ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে পাবেন। ০১ (এক) বছর সমাপনান্তে সকল গবেষণা/ইনোভেশনের বিস্তারিত প্রতিবেদন আইসিটি বিভাগে দাখিল করবেন।

১৬.০. বিবিধ:

১৬.১. গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলে গেলে নতুন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে নতুন তত্ত্বাবধায়ক এর নাম, পদবি, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৬.২. কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হতে পারে। এই অবস্থায় ফেলোগণের প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহেযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবে।

১৬.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে (কোন প্রতিবেদন জমা দেওয়া ব্যতিরেকে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন এবং এই মর্মে ১০.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণায়/চুক্তিপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। অধিকন্তু বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীদের পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসরত একজন উপযুক্ত Guarantor কর্তৃক ৩০০/- (তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, ফেলো কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত ফেলো গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে তিনি গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করবেন।

১৬.৪. ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থাসহ আবেদনকারী/ফেলোশিপ প্রাপ্তরা যাতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার বা উপস্থাপনা করতে পারেন, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৬.৫. গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান, হাই-প্রোফাইল স্কলার নির্বাচন এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, মূল্যায়ন কমিটি এবং এওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সম্মানী এ বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত "সম্মানীভাতা/ফি/পারিশ্রমিক" খাত থেকে নির্বাহ করা হবে। প্রতিটি সভার জন্য সদস্যবৃন্দসহ প্রশাসনিক সহযোগি হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারিত হারে সম্মানী পাবেন।

২য় অংশঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান।

১৭.০. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্র ও পরিমানঃ

১৭.১. নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা যাবে:

(ক) আইসিটি খাতে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প;

(খ) আইসিটি খাতে দেশের জনসেবায় অবদান রাখতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প;

(গ) আইসিটি শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প;

(ঘ) অভিনব উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন সেবা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প;

(ঙ) আইসিটি বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট/উৎসবে পুরস্কার প্রাপ্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পে অনুদান প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(চ) জনস্বার্থে সরকারি সেবা খাতে সরকারি সংস্থার মাধ্যমে দুত সেবা প্রদানে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প।

১৭.২. উদ্ভাবনী কাজের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজের মেয়াদকাল, জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বাছাই ও এওয়ার্ড কমিটি প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহকে ক) ছোট খ) মাঝারী গ) বড় এই তিন শ্রেণীভূক্ত করবে। অনুদানের পরিমাণ ছোট প্রকৃতির উদ্ভাবনী কাজের প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা, মধ্যম প্রকৃতির উদ্ভাবনী কাজের প্রকল্পের জন্য ৫,০০,০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা হতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং বড় ধরণের উদ্ভাবনী কাজের প্রকল্পের জন্য ১০,০০,০০১/- (দশ লক্ষ এক) টাকা হতে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত হবে।

১৭.৩. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও জনসেবায় অনন্য সাধারণ অবদান রাখতে সক্ষম প্রকল্পের ক্ষেত্রে এবং বাস্তবতার নিরিখে অপরিহার্য বিবেচিত হলে এই অনুদানের পরিমাণ বিশেষ ক্ষেত্রে আইসিটি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী'র অনুমোদনক্রমে দুই কিস্তিতে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা এবং সাফল্য দেখাতে পারলে বিশেষ বিবেচনায় আরো ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা যাবে। তবে এরূপ অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করা হবে।

১৭.৪. অনুদানের সমুদয় অর্থ এককালীন প্রদানের পরিবর্তে কিস্তিতে প্রদান করা যাবে। নীতিমালার ১২ (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা মূল্যায়ন এবং এ কমিটিতে সুপারিশের ভিত্তিতে ও পরবর্তীতে এওয়ার্ড কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদানের অনূন্য ৬ (ছয়) মাস পরে অনুদানের অবশিষ্ট অর্থ দ্বিতীয়/তৃতীয়/ চতুর্থ কিস্তি হিসেবে প্রদান করা হবে।

১৭.৫. উদ্ভাবনী কাজ সঠিক তত্বাবধান এবং বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত আইটি সেক্টরের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্যানেল তৈরী করা যাবে। প্রতিটি প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়ন শেষে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ককে সর্ব্বোচ্চ এককালীন ২৫,০০০/ (পচিঁশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা যাবে।

১৮.০. বৃত্তি/গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজে অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির উৎসঃ

১৮.১. বিভাগের রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সময় সময় উন্নয়ন প্রকল্পে অনুরুপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এ বৃত্তি/গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজে অনুদান প্রদান করা হবে।

১৮.২. এই নীতিমালার অধীনে প্রদত্ত অর্থ সরকারী/স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে। তবে বেসরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নিয়ম নীতি প্রযোজ্য হবে।

১৯.০. অনুদান প্রদান পদ্ধতিঃ

১৯.১. এই নীতিমালার ১২ এর (ক) (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধির আলোকে অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা চুড়ান্ত করা হবে।

১৯.২. এই নীতিমালার ১২ এর (গ) এ বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধির আলোকে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এওয়ার্ড কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৯.৩. প্রতি অর্থবছরে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হোক বা না হোক আইসিটি বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী অনলাইনে আবেদন করা যাবে। প্রতি বছর ০২ মাস অন্তর বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটি পূর্ববর্তী ০২ মাসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ও প্রয়োজনে সরাসরি দাখিলকৃত আবেদনসমূহ হতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

১৯.৪. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইসিটি বিষয়ক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এরূপ আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৯.৫. কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই অর্থ বছরের জন্য একাধিক আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র, পূর্ববতী প্রকল্প বা কার্যক্রমের পরবর্তী অগ্রগতিসাধনে দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে। কমিটির বিবেচনা সাপেক্ষে একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একই অর্থবছরে একাধিকবার অনুদান প্রদান করা যাবে।

২০.০. আবেদনপত্রের সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

২০.১. প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সীলযুক্ত পূর্ণাঙ্গ প্রোজেক্ট প্রোপোজাল।

২০.২. প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সীলযুক্ত বাজেটের কপি।

২০.৫. ট্রেড লাইসেন্স এর কপি (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।

২০.৬. TIN সার্টিফিকেট এর কপি (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।

২০.৭. ইন-কর্পোরেশন সার্টিফিকেট (কোম্পানীর ক্ষেত্রে)।

২০.৮. প্রস্তাবিত প্রকল্পে সুপারভাইজারের প্রত্যয়ন (যদি থাকে)।

২০.৯. জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি ও জীবন বৃত্তান্ত (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।

২০১০. ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।

২০.১১. অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি।

উল্লেখ্য, কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের প্যাডে উপর্যুক্ত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে।

২১.০. বিবিধঃ

২১.১. অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম হলে কিংবা কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারের নিকট ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

২১.২. অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি মূল্যায়ন কমিটি, বিভাগের কর্মকর্তা/মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটর করা হবে এবং পরিবীক্ষণে গৃহীত/চলমান কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান না হলে অনুদানের অর্থ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ফেরত দিতে হবে।

২১.৩. অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

২১.৪. অনুচ্ছেদ ২১.১ থেকে ২১.৩ এ বর্ণিত বিষয়াদি প্রতিপালন না হলে/ব্যত্যয় হলে ফৌজদারী কার্যবিধি, পি.ডি.আর. এ্যাক্ট ও সংশ্লিষ্ট আইনের বিধিমোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২১.৫. প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সমাপনী প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে দাখিল করা হবে এবং প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট/সফট্ওয়্যার/মালামাল জনসেবা প্রদানের স্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যে এ বিভাগে অথবা এ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা প্রদান করতে হবে।

২১.৬. প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অব্যায়িত অর্থ (যদি থাকে) ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করে সিটিআর গ্রহণপূর্বক ট্রেজারী চালানের কপিসহ বিল-ভাউচার দাখিল করে পরবর্তী ০১ মাসের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।

২১.৭. অনুদানের জন্য মনোনীত সরকারী/বেসরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা পত্র দিতে হবে।

২১.৮. উদ্ভাবনীমূলক অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্পে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক (Mentor) নিযুক্ত থাকবেন। তিনি প্রকল্পটি সার্বক্ষণিক মনিটরিং, পরিবীক্ষণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করবেন। তিনি প্রকল্পের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এওয়ার্ড কমিটির আহবায়ক এর নিকট দাখিল করবেন। প্রকল্পে প্রাপ্ত অনুদান থেকে মাসিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা করে সম্মানীভাতা প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ককে (Mentor) প্রদান করা হবে।

২১.৯. গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান, হাই-প্রোফাইল স্কলার নির্বাচন এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, মূল্যায়ন কমিটি এবং এওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সম্মানী এ বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত "সম্মানীভাতা/ফি/পারিশ্রমিক" খাত থেকে নির্বাহ করা হবে। প্রতিটি সভার জন্য সদস্যবৃন্দসহ প্রশাসনিক সহযোগি হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারিত হারে সম্মানী পাবেন।

৩য় অংশ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবায় বিশেষ অনুদান প্রদান।

২২.০. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্র ও পরিমাণ:

২২.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, নারী ও শিশু উন্নয়ন, দারিদ্য বিমোচন, পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠি উন্নয়ন, প্রশাসনসহ অন্যান্য খাতের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবায় অবদান রাখতে সক্ষম কার্যক্রম/প্রকল্পে ব্যক্তি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.২. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাসকল্পে, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারণ, গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার, আইসিটি উৎসব/অনুষ্ঠান/প্রতিযোগিতা আয়োজনকল্পে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.৩. আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা/সম্মেলনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছেন এমন শিক্ষক/শিক্ষার্থীদেরকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.৪. বাক/শ্রবণ/শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধী/অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লাগসই উন্নয়ন, নারী ও শিশু উন্নয়ন, দরিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম যুব উন্নয়ন সমিতি, সমবায় সমিতি, নারী উন্নয়ন সমিতি/ফোরামসমূহকে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার ও ডিজিটাল লাইব্রেরী স্থাপনকল্পে সরকারি, বেসরকারি লাইব্রেরীগুলোতে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে বিশেষ অনুদান প্রদান;

২২.৮. বিশেষ অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা যাবে;

২৩.০. আবেদন জমা প্রদান পদ্ধতি:

২৩.১. অনলাইনে অথবা হার্ডকপি উভয় পদ্ধতিতে বিশেষ অনুদানের আবেদন জমা দেয়া যাবে।

২৩.২. আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ

(ক) সংস্থা/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে:

(১) প্রস্তাবিত কাজের/প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (নির্ধারিত ফরমে);
(২) প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি (Portfolio);
(৩) এ সংক্রান্ত কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র (যদি থাকে);
(৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(৫) সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনের সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(৬) "অনুমোদিত অনুদান খাতে প্রাপ্ত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না। অন্যথায় অনুদান প্রাপ্ত সকল অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে' মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণাপত্র।
(৭) আবেদিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রমাণক।

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে:

(১) প্রস্তাবিত কাজ/অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ (নির্ধারিত ফরমে);
(২) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ;
(৩) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত আমন্ত্রণপত্র (যদি থাকে);
(৪) কনফারেন্সে যোগদানের ক্ষেত্রে যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে তার অনুলিপি;
(৫) কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা;
(৬) আবেদিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রমাণক;

(৭) সম্ভাব্য সকল প্রকার Publication/ Conference/Project এর ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

(৮) অন্য কোন উৎস থেকে আবেদিত বিষয়ে অর্থ গ্রহণ করে নাই মর্মে প্রত্যয়নপত্র।

(গ) ব্যক্তিগত আবেদনের ক্ষেত্রে:

(১) প্রস্তাবিত কাজ/অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ (নির্ধারিত ফরমে);

(২) ব্যক্তিগত পরিচিতি (Personal profile) ও অভিজ্ঞতা;

(৩) আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র।

২৩.৩. প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণা:

প্রকল্প/কাজ অনুষ্ঠান/সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাপ্তি প্রতিবেদন আইসিটি বিভাগে পাঠাতে হবে। মূল্যায়ন কমিটির সন্তোষজনক মতামত শেষে তা চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবে।

২৪.০. বিশেষ অনুদান আবেদন বাছাই কমিটি:

নিম্নবর্ণিত ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিশেষ অনুদান আবেদন যাচাই বাছাই করা হবে:

১।	অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- আহবায়ক
২।	অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	**- সদস্য**
৩।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	**- সদস্য**
৪-৫।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর পরিবর্তন সাপেক্ষে ইউজিসি অনুমোদিত বাংলাদেশের ০২ (দুই) টি **পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের** কম্পিউটার কৌশল/কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের ০২ (দুই) জন মনোনীত অধ্যাপক [সদস্যদের মধ্যে ০১ (এক) জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে হবে]	- সদস্য
৬।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
৭।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
৮-৯।	আইসিটি ইন্ড্রাস্টির ০২ (দুই) জন উপযুক্ত প্রতিনিধি	- সদস্য
১০।	উপ-সচিব (ই-সার্ভিস ডেলিভারী), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য সচিব

২৫.০ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি এবং চূড়ান্ত অনুমোদন :

(১) কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই/সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণপূর্বক বিশেষ অনুদান প্রদানের জন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/শিক্ষার্থী/ব্যক্তি নির্বাচন ও সুপারিশ করবে এবং অনুমোদনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পেশ করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৩) প্রতি ০২ মাস পর পর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে অতীব জরুরী প্রয়োজনে কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

(৪) উক্ত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে আইসিটি বিভাগ বিশেষ অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। বাছাই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ/বাতিলের ক্ষমতা আইসিটি বিভাগের থাকবে।

২৬.০ অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির উৎস:

রাজস্ব বাজেটে "বিশেষ অনুদান" খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এ অনুদান প্রদান করা হবে।

২৭.০ অনুদানের অর্থ ব্যবহারের পদ্ধতি:

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একই অর্থ বছরে একাধিকবার অনুদান প্রদান করা যাবে না;

(২) অনুদানের অর্থ এক বা একাধিক কিস্তিতে প্রদান করা হবে। মনোনয়ন কমিটির মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার পর সর্বশেষ কিস্তির অর্থ প্রদান করা হবে;

(৩) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে অর্থ ব্যবহারের সঠিকতা নিশ্চিত করবে। কমিটির সভা হবে ০৬ মাস পর পর;

(৪) প্রকল্প কাজে ব্যর্থ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে এ খাত থেকে আর কোন অর্থ প্রদান করা যাবে না;

(৫) প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

(৬) অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এ বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর সমুহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তদারক করতে হবে;

(৭) এ সংশ্লিষ্ট কাজে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হলে আইসিটি বিভাগ আইটি সেক্টরে কর্মরত শিক্ষক/বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্যানেল তৈরী করতে পারবে এবং তত্ত্বাধায়ককে প্রকল্প সমাপ্তির পর এককালীন সর্বোচ্চ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সম্মানী প্রদান করা যাবে।

(৮) অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান না হলে অথবা অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হলে অনুদান গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের আংশিক/সম্পূর্ণ অর্থ সরকারের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় সরকারী দাবী আদায় আইন ১৯১৩ প্রযোজ্য হবে;

(৯) বিশেষ অনুদান প্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতি কর্তৃক এ খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে।

২৮.০ বিবিধ:

২৮.১. অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম হলে কিংবা কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারের নিকট ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

২৮.২. অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি বিভাগের কর্মকর্তা/মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটর করা হবে এবং পরিবীক্ষণে গৃহীত/চলমান কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান না হলে অনুদানের অর্থ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ফেরত দিতে হবে।

২৮.৩. অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

২৮.৪. কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সমাপনী প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট/সফট্ওয়্যার/মালামাল জনসেবা প্রদানের স্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যে এ বিভাগে অথবা এ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা প্রদান করতে হবে।

২৮.৫. কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অব্যায়িত অর্থ (যদি থাকে) ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করে সিটিআর গ্রহণপূর্বক ট্রেজারী চালানের কপিসহ বিল-ভাউচার দাখিল করে পরবর্তী ০১ মাসের মধ্যে সমন্বয় করা হবে।

২৮.৬. প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সমাপনী প্রতিবেদন বিভাগে দাখিল করতে হইবে।

২৮.৭. বিশেষ অনুদান প্রদান সম্পর্কিত বাছাই এবং মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী এ বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত "সম্মানীভাতা/ ফি/পারিশ্রমিক" খাত থেকে নির্বাহ করা হবে। প্রতিটি সভার জন্য সদস্যবৃন্দসহ প্রশাসনিক সহযোগি হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারিত হারে সম্মানী পাবেন।